তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপঃ এক বছরের (এপ্রিল ২০১৪ মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মনজুর-ই- খোদা

নাজমুল হুদা মিনা

২১ এপ্রিল ২০১৫

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ: একবছরের (এপ্রিল ২০১৪-মার্চ ২০১৫) অগ্রগতি পর্যালোচনা

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মনজুর-ই-খোদা, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা
প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. ওয়াহিদ আলম ও শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার
বাসা # ০৫, রোড # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরানো)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮-০২-৯১২৪৭৮৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-banglad+esh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। টিআইবি এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত এবং জনগণের সেবার জন্য কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং নাগরিকদের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করার জন্য টিআইবি ২০০৯ সাল থেকে 'পরিবর্তন ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জনস্বার্থে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও নীতি প্রণয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

রানা প্লাজা পরবর্তী টিআইবি (অক্টোবর ২০১৩) "তৈরি পোশাক খাত: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে । উক্ত গবেষণায় তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত হয় এবং উত্তরণের জন্য ২৫ দফা সুপারিশ প্রদান করা হয়। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী বিগত এক বছরে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে বা পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি কর্তৃক একটি ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করা হয় যেখানে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের ইতিবাচক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ফলোআপ পরবর্তী সময়ে (এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০১৫) এ সকল গৃহীত উদ্যোগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি কর্তৃক এই দ্বিতীয় ফলোআপ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মনজুর ই খোদা ও নাজমুল হুদা মিনা। বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব কারখানার মালিক ও কর্মকর্তা, শ্রমিক, শ্রমিক নেতা, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিজিএমইএ ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক, বায়ার প্রতিনিধি, গবেষক, আইনজীবী ও দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এই গবেষণা কর্মটির সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে দেশি-বিদেশি উদ্যোগে সহায়ক হবে এবং এ খাতকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে তুলতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের যে কোনো গবেষণা বা কর্মসূচিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

১	ভূমিকা	৬
২	বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ	৮
৩	বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ	১৩
৪	সার্বিক পর্যবেক্ষণ	১৬
৫	উপসংহার ও সুপারিশ	২১
	তথ্যসূত্র	২২
পরিশিষ্ট-১:	তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক সুশাসন কেন্দ্রিক প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (এপ্রিল ২০১৪-মার্চ ২০১৫)	২৩
পরিশিষ্ট-২	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ- ২০১৩ সালের ১৪ই জুলাই, রবিবার অনুষ্ঠিতব্য সংসদের বৈঠকে মৌখিক উত্তরদানের জন্য প্রশ্ন ও উত্তর	

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

'রানা প্লাজা দুর্ঘটনা'[১] তৈরি পোশাক খাতে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। আমলাতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও বেসরকারি খাতের দুর্নীতির সমন্বিত প্রভাবে সংঘটিত এ দুর্ঘটনা দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ[২] হিসেবে চিহ্নিত। এ দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচিত হয় এবং তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন পর্যায় হতে জোরালো চাপ তৈরি হয়[৩]। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা-পরবর্তী সময়ে টিআইবি (অক্টোবর ২০১৩) কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি এ খাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ গবেষণায় এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করে। এছাড়াও টিআইবি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আলোচনা সভায় বাংলদেশ হতে ব্যবসা বন্ধ না করার অনুরোধ জানায় এবং সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এ খাতের টেকসই উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানায়।

পরবর্তীতে এক বছরের অগ্রগতির ওপর টিআইবি (এপ্রিল, ২০১৪) একটি ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে দেশি-বিদেশী বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে এ খাতের উন্নয়ন, শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। এ গবেষণায় দেখা যায়, দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সরকার আইন সংস্কারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছিলো, যেমন- বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি, ২০১৩ প্রণয়ন, খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনে বিদ্যমান অসমাঞ্জস্যতা চিহ্নিতকরণে টাস্কফোর্স গঠন, ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, (সর্বনিম্ন গ্রেডে মোট মজুরি ৭৬.৭% বৃদ্ধি), ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ভবন নির্মাণ অনুমোদন না দেওয়ার জন্য পরিপত্র জারি ইত্যাদি। রানা প্লাজা পরবর্তীতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে তদারকির জন্য মন্ত্রিপরিষদ ও সচিব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আবার প্রশাসনিক বিভিন্ন অনিয়ম, সমস্যা ও সক্ষমতার ঘাটতি দূরীকরণে বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠানের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল রাজউক ও কলকারখানা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় অফিস হতে আঞ্চলিক অফিসে বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগ এবং রাজউক, কলকারখানা ও শ্রমপরিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন অনুমোদন ও আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ। অপরদিকে, সহজ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় অগ্নি নিরাপত্তা সনদ ও নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে একটি ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র গঠন করা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় মালিক, শ্রমিক ও সরকারের সমন্বয়ে তৈরি পোশাক খাতে অগ্নি নিরাপত্তা ও কাঠামোগত সংহতির জন্য জাতীয় ত্রি-পক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (এনটিপিএ) প্রণয়ন এবং সাসটেইনইবিলিটি কম্প্যাকট স্বাক্ষর, এনটিপিএ আওতায় অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা পরিদর্শনের জন্য

[১] ঢাকার পার্শ্ববর্তী সাভারে রানা প্লাজা নামক ভবনটি ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ধ্বসে পড়ে। নয় তলা বিশিষ্ট্য উক্ত বাণিজ্যিক ভবনে ব্যাংক, বিপনিবিতান ও পাঁচটি পোশাক কারখানা অবস্থিত ছিল। দুর্ঘটনায় ১১৩৫ জন শ্রমিক নিহত হয় এবং আহত হয় প্রায় ২৪৩৮ জন। এ দুর্ঘটনাকে তৈরি পোশাক খাতের ইতিহাসে সর্বাধিক বড় দুর্ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

[২] টিআইবি (এপ্রিল, ২০১৪)

[৩] প্রাগুপ্ত, পৃ-৫

অভিন্ন চেকলিস্ট প্রণীত হয়। ইউরোপিয়ান বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ (অ্যাকর্ড) ও আমেরিকান বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়াকার্স সেফটি (অ্যালায়েন্স) কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জরিপ শুরু করে (এখনো চলমান) এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে 'রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফাণ্ড' গঠন করা হয়।

তবে ত্রি-পক্ষীয় কর্মকৌশলসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি উদ্যোগ এবং বাস্তবায়নাধীন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতায় অত্যন্ত ইতিবাচক হলেও প্রয়োগিক পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ছিল। অপরদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপে অস্পষ্টতা ও দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। এছাড়া এ গবেষণায় যেসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হয় তার মধ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘসূত্রিতা, রানাপ্লাজা মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা, প্রশাসনিক পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণ, বায়ার জোট কর্তৃক কারখানা জরিপে ধীরগতি, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে দুর্নীতি ও ট্রেড ইউনিয়ন এর প্রতি মালিকদের নেতিবাচক আচরণ, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন না করা, বায়ার কর্তৃক অর্ডার বাতিলের প্রবণতা এবং কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
প্রথম ফলোআপ গবেষণা পরবর্তীতে তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান অবস্থা নিরূপণে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার দ্বিতীয় বছর পূর্তিতে টিআইবি বর্তমান দ্বিতীয় ফলোআপ গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য গত একবছরে (এপ্রিল ২০১৪ হতে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সরকার কর্তৃক গৃহীত (আইনি, নীতি সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক) পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা;
- অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসনের অন্তরায় দূরীকরণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা; এবং
- গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরুপন ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের (কলকারখানা অধিদপ্তর, রাজউক, শ্রম পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, গার্মেন্টস মালিক, শ্রমিক সংগঠন, বিজিএমইএ, বায়ার), ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পোশাক খাত অধ্যুষিত চারটি

(সাভার, গাজীপুর, আশুলিয়া ও ঢাকা) অঞ্চলে বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সমন্বয়ে সাতটি দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের ওয়েব সাইট, সরকারি প্রতিবেদন, আদালতের নির্দেশনা, গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ ইত্যাদি পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটি এ বছরের মার্চ-এপ্রিল সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার আওতা

সরকার ও সরকারি সংস্থা যেমন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), শ্রম পরিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংগঠন যেমন মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন ও বায়ার (আর্ন্তজাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান), কারখানা মালিক ও শ্রমিক কর্তৃক তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার, কাঠামোগত নিরাপত্তা, কমপ্লায়েন্স ও খাতের উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ গবেষণার আওতাভুক্ত।

১.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিগত এক বছরে এ খাতে শ্রমিক অধিকার, নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে। সময় ও সম্পদের স্বল্পতা এবং পরিধির ব্যাপকতার কারণে তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত সকল অংশীজনকে (আইএলও, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা ইত্যাদি) এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি।
- গবেষণা কর্মটি সম্পন্নকরণে তথ্য সংগ্রহে বিজিএমইএ'র সহযোগিতা পাওয়া যায় নি।

বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

বিগত এক বছরে (এপ্রিল, ২০১৪ থেকে মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত) কারখানার নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণে ও সুশাসনের অন্তরায় দূরীকরণে অংশীজন কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়। নিম্নে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ আলোচনা করা হল।

২.১.১ সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিগত ও প্রশাসনিক উদ্যোগ

তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজা ধসের প্রেক্ষিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে সরকার ২০১৩ সালের ২২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করে, যা বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ হিসেবে পরিচিত। উক্ত সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের তালিকা মালিক পক্ষকে না দেওয়ার বিধান রাখা হয় যার ধারাবাহিকতায় সরকার ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে যৌথ দরকষাষির অধিকার রক্ষায়, ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করা শ্রমিকদের কালোতালিকা ভুক্ত না করার বিধান, এবং ইপিজেডে বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধানের সাথে সংগতি রেখে জুলাই মাসে ইপিজেড আইন, ২০১৩ সংশোধনীর উদ্যোগ গ্রহণ করে[৪]। শ্রম আদালতে বিচারিক প্রক্রিয়ায় শ্রমিক সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে আইনজীবি প্যানেল নিয়োগ করা হয়। আগুন নিরোধক ও ভবন নিরাপত্তার যন্ত্রপাতি আমদানিতে সম্পূর্ণ করমুক্ত সুবিধা প্রদান এবং পোশাক শিল্পের ব্যবসায়িদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা মুলক সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্সপোর্ট প্রোমশন ব্যুরো কর্তৃক জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে এবং দেশীয় রপ্তানিকারকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার 'ইউরোপিয়ান কমিশন' এবং 'ইউরোপিয়ান অ্যান্টি ফ্রড অফিস (ওএলএফ)' এর সহযোগিতায় জিএসপি সার্টিফিকেট প্রদানে অটোমেশন সার্ভিস চালু করেছে[৫]। শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব নিরোসনে 'অলটারনেটিভ ডিসপিউট রিসলিউশন (এডিআর)' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ উদ্দেশ্যে সরকার অল্পসংখ্যক কারখানায় পরীক্ষামূলকভাবে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সাপোর্ট লাইন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শ্রমিক ও মালিকের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে প্রেষণা প্রদানের জন্য জিআইজেড এর সাথে যৌথ ভাবে সরকার 'সোসাল এন্ড ইনভাইরনমেন্ট এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' চালু করেছে। রানাপ্লাজা ট্রাস্ট ফান্ড এর সাথে প্রধানমন্ত্রির ত্রাণ তহবিল একিভুত করা হয়েছে এবং শিল্পের টেকসই উন্নয়নে গৃহীত মুন্সিগঞ্জে পোশাক শিল্প পল্লি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে ও চট্রগ্রামে অপর একটি পোশাক শিল্প পল্লি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার জরিপকৃত কারখানার সংস্কার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এর জন্য দুইটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে কিন্তু এ টাস্কফোর্স এখনও কার্যক্রম শুরু করে নি। এছাড়া প্রশাসনিক বিভিন্ন অনিয়ম, সমস্যা ও সক্ষমতার ঘাটতি দুরীকরণে বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠানের জনবল বৃদ্ধি কার্যক্রম সম্পন্ন ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে যেমন- কলকারখানা অধিদপ্তরের নতুন স্থাপিত কার্যালয় সমূহে জনবল নিয়োগ সম্পন্নকরণ এবং রাজউক এর কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণে আটটি সাবজোন এ স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে।

---

[৪] http://www.bbc.co.uk/bengali/news

[৫] Financial Express, 30 October, 2014

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রুপান্তর করা হয়। অধিদপ্তরের প্রতিশ্রুত জনবল বৃদ্ধি কার্যক্রম গত একবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। বিসিএস অপেক্ষামান তালিকা হতে প্রথম শ্রেণীর পরিদর্শক নিয়োগ সহ ২৩৫ জন পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।[৬]কেন্দ্রীয় অফিস হতে বিভিন্ন অঞ্চলিক অফিসে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পোশাক কারখানা অধ্যুষিত অঞ্চলে নতুন স্থাপিত কার্যালয় সমূহে জনবল ও লজিস্টিক প্রদানের মাধ্যমে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আবার, আইএলও সহযোগিতায় কলকারখানা অধিদপ্তর খসড়া পরিদর্শন নীতিমালা তৈরি করেছে। কারখানা জরিপ কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিতের জন্য ওয়েব সাইটে কারখানা নিরাপত্তা ও জরিপ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে এবং কারখানা নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণে প্রতিশ্রুত হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে[৭]। তৈরি পোশাক সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ছয়টি কমিটি গঠন করা হয়েছে- প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডাটাবেজ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন নথি প্রদান, মানসম্পন্ন পরিচালনা, নিয়ম ও সচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পরিবীক্ষণ[৮]। সর্বোপরি অধিদপ্তরের সার্বিক উন্নয়নে বাৎসরিক বাজেট ২৯২শতাংশ বৃদ্ধি করে ৭২৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

গত একবছরে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২১৮ জন নতুন ওয়ার হাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। "ফায়ার সার্ভিস আধুনিকীকরণ" নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং সরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অধিনে এ প্রকল্পের জন্য ১৯৮ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের তদারকি কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত এক বছরে ফায়ার সার্ভিস ১২৫ টি কারখানা পরিদর্শন করেছে[৯] (পরিদর্শন চলমান রয়েছে) এবং ত্রুটিপূর্ণ কারখানাকে চিঠি দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রদান সহ এ সকল কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজিএমইকে অবহত করা হয়েছে। কারখানা অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ফায়ার সার্ভিস গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে (পরবর্তীতে মালিকদের চাপে সরকার কর্তৃক বাতিল)। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিদর্শকদের পরিদর্শনকৃত কারখানায় কার্যক্রম তদারকির জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত তদারকি ও সেবা গ্রহণকারী কারখানা হতে মতামত গ্রহণের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

কারখানা ও ভবনের ভুমি ছাড়পত্র প্রদান, নকশা অনুমোদন ও তদারকি কার্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজউকের প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করে রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করার উদ্যোগ ২০১৫ এ সম্পন্ন হয়েছে। রাজউক এলাকাকে আটটি জোনে বিভক্ত করে প্রতিটি জোনকে তিনটি করে মোট ২৪টি সাব-জোনে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি জোনের জন্য একটি করে

---

[৬] কারখানা পরিদর্শন ও স্থাপন অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য, মার্চ, ২০১৫

[৭] প্রাগুপ্ত-৬

[৮] www.mole.gov.bd , accesed on 21 march, 2015

৯ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

মোট আটটি বিল্ডিং কন্সট্রাকশন কমিটি (বিসি কমিটি) এবং সুউচ্চ ভবনের জন্য দুইটি বিশেষ বিসি কমিটি গঠন করা হয়েছে[১০]। আটটি জোনের কার্যালয় স্থাপন সহ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, এ সকল জোনে অথরাইজড অফিসার ৩০ জন এবং প্রধান পরিদর্শক ২০ জনের নিয়োগ সম্পন্ন করা হলেও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়াধিন। রাজউককৃত অনুমোদিত কারখানার 'ব্যবহার সনদ' গ্রহণে সাড়া না পাওয়ায় এ সকল কারখানায় বিদ্যুৎ সংযোগ না দেওয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কারখানা অধিকতর পরিদর্শনে 'অ্যাকর্ড' এবং 'অ্যালায়েন্সের' উপর নির্ভরতার কারণে রাজউক এর পরিদর্শন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। গ্রহকদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য আইএফসির সহযোগিতায় প্লানিং ও অনুমোদন শাখাসহ সকল শাখা অটোমেশন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং এর আওতায় ডিজিটাল আর্কাইভ, ডাটা সেন্টার ও প্লটবেজ ল্যন্ড রেকর্ড সিস্টেম কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে দুর্যোগ মোকাবেলায় রাজউক সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় সরকার

পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা যায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা) হতে ভবন নির্মাণের অনুমোদন নিয়ে নির্মিত কারখানা বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। যেমন সাভারের রানা প্লাজা সাভার পৌরসভা থেকে এবং তাজরিন ফ্যাশন সাভারের ইয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে অনুমতি নিয়ে তৈরি হয়েছিল। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে (ইউনিয়ন) ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার (প্রকৌশলী) পদায়ন নেই, অথচ তারা ভবন নির্মাণের অনুমতি দিয়ে থাকে। যার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বিল্ডিং কোড না মেনে কারখানা নির্মিত হওয়ার কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদকে ভবন নির্মাণ অনুমোদন না প্রদানের জন্য পরিপত্র জারি করা হয়[১১]। বর্তমানে রাজউক ও স্থানীয় সরকারের এ ধরনের অনুমোদন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে দুইটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক রাজউক ভুক্ত অঞ্চল সমূহে রাজউকের অনুমোদন এখতিয়ারের ওপর জোর দেওয়া হলেও রাজনৈতিক প্রভাবে এখনও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি।

শ্রম পরিদপ্তর ও শ্রমিক সংগঠন

রানা প্লাজা পরবর্তী পোশাক খাতের সাথে জড়িত বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি ট্রেড ইউনিয়ন ও সংস্থার চাপে এবং সাসটেইনিবিলিটি কমপাক্ট এ সরকার এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধনে জটিলতা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইএলওর সহযোগিতায় শ্রমপরিদপ্তরে ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধনে এসওপি (স্টান্ডার্ড অপারেশন প্রসেডিউর) এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিগত একবছরে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময় পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাতে ১১৪ টি ট্রেডইউনিয়ন রেজিস্ট্রেসন হয়েছে[১২]। পরিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে নিজস্ব ওয়েবসাইট গঠন করেছে এবং অনলাইনে আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আইএলও'র সহযোগিতায় এ পর্যন্ত পরিদপ্তর কর্তৃক ২,৪০০ শ্রমিককে শ্রম অধিকার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শ্রম পরিদপ্তরের ৫৯ জন কর্মকর্তা শ্রম আইন সম্পর্কিত এবং ৫০ জন শ্রম পরিদর্শক মৌলিক অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

---

[১০] স্মারক নং- প্র:সা. স্ববি/রাজ-১০/৯৯/১৬২, তারিখ ১০ এপ্রিল, ২০১৪।

[১১] রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদকে নির্মাণ অনুমোদন না প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে পরিপত্র জারি করা হয়। স্মারক নং- ৪৬.০১৭.০১৮.০০.০০.০১০.২০১১(অংশ-১).২৪১, তারিখ ২৯ এপ্রিল, ২০১৩।

[১২] শ্রম পরিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

কারখানা মালিক

৯০-৯৫ শতাংশ কারখানায় মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে মজুরি প্রদান করা হচ্ছে[১৩]। পূর্ববর্তি গবেষণায় কারখানা কর্তৃক শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদানে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি কিন্তু এ গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ কমপ্লায়েন্স কারখানায় শ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। শ্রমিকের কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার প্রচলন চলমান রয়েছে এবং বায়ার এর কঠোর নজরদারিতে বিশুদ্ধ খাবার পানি, পর্যাপ্ত টয়লেট, বিশ্রামাগার, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ইত্যাদি স্যোসাল কমপ্লায়েন্স বিষয়ে মান বৃদ্ধি এবং অধিকাংশ কারখানায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। সর্বোপরি মালিকদের মানসিকতারও পরিবর্তন চলমান রয়েছে বলে দলীয় আলোচনায় শ্রমিকগণ মত প্রকাশ করেন।

মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

মালিক সংগঠন কর্তৃক গত একবছরে বিজিএমইএ কর্তৃক তেমন কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় নাই। এ ক্ষেত্রে বিজিএমইএ কর্তৃক তৈরি পোশাক রপ্তানি ৫০ বিলিয়ন ডলার এর লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। শ্রমিক দক্ষতা ও এ খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে সুইডিশ ব্রান্ড এইচ এন্ড এম এর সহযোগিতায় "সেন্টার ফর এক্সিলেন্স"[১৪] স্থাপন করা হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে ১.৫ লক্ষ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সদস্য কারখানার শ্রমিক ও মধ্যম সারির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য অগ্নি নিরাপত্তা ক্রাস কোর্স চালু করা হয়েছে এবং ৩৫ জন প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৩৫৯ টি ক্রাস কোর্স পরিচালনা এবং ৫৪,২৪০ জন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বায়ার

ইউরোপিয়ান বায়ারদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ[১৫] (অ্যাকর্ড) ও আমেরিকান বায়ারদের জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়াকার্স সেফটি[১৬] (অ্যালায়েন্স) সহযোগিতায় কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কারখানা জরিপের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অ্যালায়েন্স কর্তৃক ৫৮৪টি (৫৮৪টির মধ্যে), অ্যাকর্ড ১১০৩টি (১৫৩০টির মধ্যে) এবং বুয়েট কর্তৃক ৬৪৭টি (প্রায় ১৩৫৫টির মধ্যে) জরিপ সম্পন্ন হয়েছে যা জরিপের জন্য নির্ধারিত কারখানার ৬৭ শতাংশ।[১৭] অ্যালায়েন্স কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তা বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণে একটি হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ প্রদানের কারণে কোনো শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি হলে অ্যাকর্ড এবং অ্যালয়েন্সের মাধ্যমে শ্রমিককে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাকুরিতে বহাল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কারখানা মালিক ট্রেড ইউনিয়ন লিডারদের উপর অত্যাচারের জন্য কোনো কোনো বায়ার কর্তৃক ব্যবসা বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বায়ার কর্তৃক একক আচরণ বিধিমালা অনুসরণে ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো বায়ার কর্তৃক জরিপ পরবর্তী সংস্কার কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সাপ্লইচেইনে স্বচ্ছতা আনয়নে কোনো

---

[১৩] কলকারখানা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য ও গবেষণায় মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ

[১৪] The apparel story, Nov-Dec, BGMEA

[১৫] রানা প্লাজা পরবর্তী (২৩ মে, ২০১৩) ইউরোপিয়ান ১৫০ টি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (বর্তমানে ১৯০টি), ২টি বৈশ্বিক ইউনিয়ন, ৪টি বাংলাদেশী শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন ৪টি এনজিওর সমন্বয়ে 'অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ' গঠিত হয়, বিস্তারিত দেখুন- www.bangladeshaccord.org

[১৬] প্রাগুপ্ত-৬

[১৭] ২৩ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত। কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় তথ্য মতে।

কোনো বায়ার কর্তৃক নিজস্ব ওয়েবসাইটে ব্যবসায়িক সম্পর্কযুক্ত কারখানার তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে গঠিত 'রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ড'[১৮]এ প্রায় ৩০টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যাদের মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে রানা প্লাজার সাথে সম্পর্কিত ছিল না, এর সহযোগিতায় প্রস্তাবিত পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ১৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১২.৫২ মিলিয়ন ইউএস ডলার বিভিন্ন ডোনার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাইমার্ক কর্তৃক সরাসরি অনুদানের পরিমাণ ছিল ৬.৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার। অন্যদিকে রানা প্লাজার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত প্রায় ১৪টি রিটেইলার ব্র্যান্ড[১৯], যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- লি কুপার, জেসি পেনি, মাটালান, কারিফোর, ইত্যাদি- এখনো ট্রাস্ট ফান্ডে কোনো সহায়তা করে নি। অন্যদিকে, সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বেনেটন এবং ওয়ালমার্ট- উভয়ের সহায়তার পরিমাণ মাত্র ১ মিলিয়ন ডলার করে, যা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম[২০]।

অন্যদিকে রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে উক্ত দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সাহায্য হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ের অনুদান হতে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১২৮ কোটি টাকা)[২১]। উক্ত তহবিল হতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ২.৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ১৯ কোটি টাকা)[২২] এবং অব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১০৮ কোটি টাকা), যদিও সংগৃহীত অর্থের পুরোটাই রানাপ্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্য।

অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সার্বিক অগ্রগতি

এ গবেষণায় পূর্ববর্তী গবেষণার[২৩] সাতটি বিষয়ে ২৩টি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত উদ্যোগ বিশ্লেষণ করা হয় নি। এবং পূর্ববর্তী চলমান অগ্রগতি সমূহের অবস্থা নিরুপণে এ ক্ষেত্রে ধীর অগ্রগতি, চলমান অগ্রগতি, অগ্রগতি নেই ও সম্পন্ন এ চারটি নির্দেশকের মাধ্যমে অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৫৫ টি বিষয় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৪৭ টি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং যার মধ্যে আটটি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয় নি। ৪৭টি বিষয়কে লক্ষ্য করে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বৃহৎ দৃষ্টিতে ৮০টি উদ্যোগ বা পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৫ শতাংশ উদ্যোগ সম্পন্ন ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৪৫ শতাংশ উদ্যোগ বাস্তবয়নে চলমান অগ্রগতি ও ১৫ শতাংশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ধীর অগ্রগতি লক্ষণীয়। এবং ২৫ শতাংশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না।

---

[১৮] রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের সহায়তার উদ্দেশ্যে জানুয়ারি, ২০১৪ এ 'রানা প্লাজা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়

[১৯] www.cleancloth .org access on 4 april 2015

[২০] www.uniglobalunion.org access on 4 april 2015

[২১] জাতীয় সংসদে ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিকের প্রশ্নের জবাবে কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য, যা পরের দিন (১৫ জুলাই) বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২ দেখুন)

[২২] www.ranaplaza-arrangement.org

[২৩] প্রথম ফলোআপ গবেষণায় (২০১৪) তৈরি পোশাক খাতের বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়/ইস্যু হতে বৃহৎ পরিসরে ৬৩টি বিষয় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক ৫৪টি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৯টি বিষয়ে অংশীজন কর্তৃক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ৫৪টি বিষয়কে লক্ষ্য করে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বৃহৎ দৃষ্টিতে ১০২টি উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ৩১ শতাংশ উদ্যোগ সম্পন্ন ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৬০ শতাংশ উদ্যোগ অংশীজন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে রয়েছে- যার কোনো কোনো টি স্বল্প সময়ের মধ্যে এবং কোনো কোনো পদক্ষেপ মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন এবং ৯ শতাংশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না।

চিত্র-১ অংশীজন কর্তৃক বিগত এক বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি

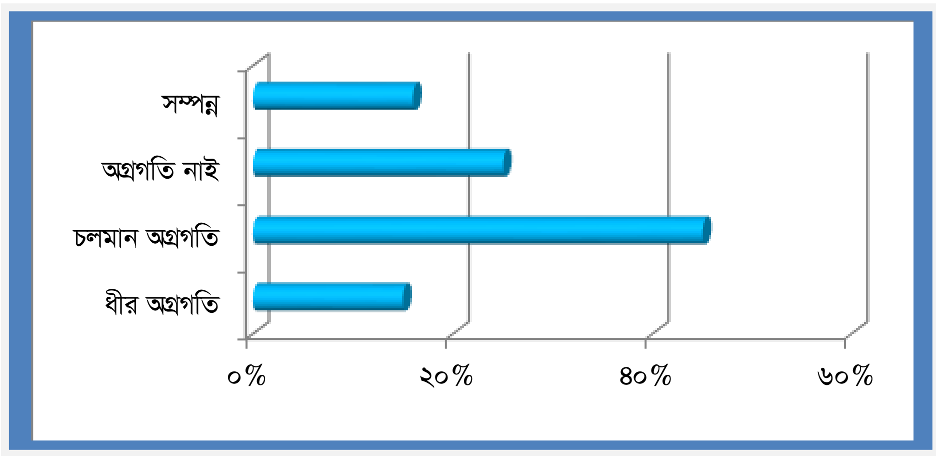

সম্পন্ন বাস্তবায়িত উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ন্যূনতম মজুরির বাৎসরিক বৃদ্ধি; কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার প্রচলন, কলকারখানা ও ফায়ার সার্ভিসের জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা, কলকারখানা অধিপদপ্তর বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ ও 'হটলাইন' স্থাপন, অনুমতি প্রদানে রাজউক ও স্থানীয় সরকারের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন ও নবায়নের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ইত্যাদি। অগ্রগতি হয়েছে/চলমান উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - বাংলাদেশ শ্রম আইনের সীমাবদ্ধতা দুরীকরণ, শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন, কারখানা নিবন্ধন ও অগ্নি নিরাপত্তা সনদ প্রদানে প্রয়োজনীয় সংশোধন, কারখানা মালিক কর্তৃক পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্যোগ, জরিপ কার্য চলমান, অগ্নি ও নিরাপত্তা বিষয়ে সমন্বিত প্রশিক্ষণ; ইত্যাদি। অংশীজনভিত্তিক গৃহীত উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত দেখুন, সংযুক্তি -১।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

গত একবছরে খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক, অনিয়ম ও সুশাসনের অন্তরায় সমূহকে চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানে উদ্যোগী হতে লক্ষ করা যায়। অপরদিকে, বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক বহুমাত্রিক কর্মসূচির প্রয়োগিক পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়।

সরকার ও সরকারি সংস্থা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় রানাপ্লাজা পরবর্তীতে শ্রমআইন সংশোধন করা হয়। কিন্তু এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় গত এক বছরে শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা [(২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] অপপ্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে। এ সকল ধারা ব্যবহার করে মূলত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মিদের চাকুরিচ্যুতি এবং শ্রমিকদের কোনো প্রকার সুবিধা প্রদান না করে চাকুরি হতে অব্যহতি প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে। ইপিজেডে শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৩ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখন পর্যন্ত তার কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায় নি এবং শ্রম আইনের বিধিমালা প্রস্তুতে দীর্ঘসূত্রতার কারণে কারখানাসমূহে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না। একই ভাবে রানাপ্লাজা পরবর্তীতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা সমূহের তদন্ত প্রতিবেদন এখনও প্রকাশ না করা, শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতা এবং বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে শিথিলতা– এ বিষয়গুলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নেতিবাচক প্রভাবক হিসেবে এখনো বিদ্যমান। সরকার কর্তৃক জরিপকৃত কারখানা (১৩০০)[২৪] ও সাবকন্ট্রাক্ট কারখানার (প্রায় ১০০০-১২০০)[২৫] নিরাপত্তা উন্নয়নে কোনো পরিকল্পনা না থাকা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাবকন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য গাইডলাইন প্রস্তুতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে এ সকল কারখানায় কর্মরত প্রায় সাত লক্ষ শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতির ঝুঁকি সৃস্টি করেছে। জরিপকাজে সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সংযুক্ত না থাকার কারণে সরকারি তদারকি প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা হ্রাসের ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। এ খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য গৃহীত পোশাক পল্লী স্থাপনে স্থবিরতা ও সময়ক্ষেপণ শহর অঞ্চলে অবস্থিত কারখানা স্থাপনে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করছে।

আবার অংশীজন কর্তৃক প্রতিশ্রুত বাস্তবায়নের প্রায়োগিক পর্যায় বিশ্লেষণে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের কোনো কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও কারখানা নিরাপত্তার অভিযোগ প্রদানে 'হটলাইন' স্থাপন করা হলেও এ সম্পর্কিত প্রচরণার অভাবে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি[২৬]। অপরদিকে শ্রম অধিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের পূর্বে শ্রমিকদের পরিচয় না জানানোর বিধান থাকলেও এখনও কোনো কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক মালিকদের সাথে যোগসাজসে পরিচয় পূর্বে জানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায় এবং ইউনিয়ন নিবন্ধনে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠীর প্রভাব ও অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অভিযোগ এখনও বিদ্যমান। শ্রমিক অধিকার রক্ষায় শ্রম

[২৪] RMG Assessment Repot, 23 February, 2015 Department of Factory Inspection and Estublishment.

[২৫] "Safety Overhaul Puts Strain on Bangladesh Garment Industry" 5 January www.reuters.com; Labowitz.S amd Pauly.B (April, 2014) "Business as Usaual *is* Not an option" NYU Stern School of Business

[২৬] কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য

পরিদপ্তর কর্তৃক একটি 'হটলাইন' স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখনও তা বাস্তবায়ন করা হয় নি। এবং পরিদপ্তর কর্তৃক স্বপ্রণনোদিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা না করার কারণে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গৃহীত উদ্যোগ সমূহের প্রভাব নিরুপণ সম্ভব হচ্ছে না।

রাজউকের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় আটটি জোনোর জন্য আটটি এবং সুউচ্চ ভবনের জন্য দুইটি বিশেষ কমিটিসহ মোট ১০টি বিল্ডিং কন্সট্রাকশন কমিটি (বিসি কমিটি) গঠন করা হয়। কিন্তু রাজউক কর্তৃক জনবল নিয়োগপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার কারণে এ সকল কমিটির কার্যক্রম এখনও শুরু করা সম্ভব হয় নি। আবার রাজউক কর্তৃক 'ব্যাবহার সনদ' প্রদানের বিধি থাকলেও সনদ গ্রহণে কারখানা মালিকদের ব্যাবহার সনদ গ্রহণের ফলে নকশা না মানার বিষয়টি প্রকাশ পাবে এ শঙ্কায় তা গ্রহণের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। রানাপ্লাজা পরবর্তী সময়ে রাজউকের এ সংক্রান্ত উদ্যোগে কারখানা মালিকদের সাড়া পাওয়া না গেলেও রাজউক কর্তৃক এখনও সক্ষমতার অযুহাতে কোনো আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। এবং ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগে কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না। নকশা যাচাই-বাছাই এর জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সফল না হওয়ার কারণে অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এখনও বিদ্যমান। অপরদিকে, সম্ভাব্য দুর্ঘটনা দ্রুত মোকাবেলার ঘাটতি দুরিকরণে সরকার কর্তৃক কারখানা অধ্যুষিত ঢাকা অঞ্চলে নয়টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়, এবং সমন্বিত এসওডি (স্টান্ডিং অর্ডার অন ডিসাস্টার)[২৭] মহড়া হচ্ছে না। সরকারি অংশীজনদের এ সকল বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ছাড়াও অপর গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বায়ার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত জরিপ ও পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় সরকারের তদারকি প্রতিষ্ঠান সমূহের (রাজউক, কলকারখানা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস) সম্পৃক্ততা না থাকা। ফলে চলমান এ জরিপ কার্যের ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি অংশীজন দক্ষতা বৃদ্ধি ও জরিপ কাজের সত্ত্ব (ownership) অর্জনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে দীর্ঘমেয়াদে বায়ার সহযোগিতায় পরিচালিত কার্যক্রম চালিয়ে নিতে সরকার তার প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ)

কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনায়, বিগত এক বছরে মালিক কর্তৃক কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকের নিয়োগপত্র ও মজুরি রশিদ প্রদানে এবং মাসিক হাজিরার তথ্য ও বেতন সিট বিজিএমইতে নিয়মিত প্রদান করায় নেতিবাচক অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। মালিক কর্তৃক অধিকাংশ কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার উদ্যোগ চলমান থাকলেও কোনো কোনো কারখানায় অতিরিক্ত এক ঘন্টা কোনো প্রকার মজুরি ব্যতিত কাজ করানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। মালিক কর্তৃক কমপ্লায়েন্স কারখানা পর্যায়ে ৯০-৯৫ শতাংশ কারখনায় মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বেতন প্রদান করা হলেও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেওয়ায় শ্রমিকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি, হেলপার পদে আইনানুগ সুবিধা ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই ও যৌথ দরকষাকষির বিষয়ে জড়িত শ্রমিকদের হয়রানি, মামলা কিংবা চাকুরিচ্যুত করার বিষয়ে জবাবদিহিতার ঘাটতি এখনও বিদ্যমান। অপরদিকে মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মজুরি প্রদানে ৯০ শতাংশ কমপ্লায়েন্স কারখানায় নির্ধারিত মজুরি প্রদান করা হচ্ছে না। মালিক পর্যায়ে শ্রমিক অধিকার প্রশ্নে ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মিদের প্রতি অত্যাচার নিপিড়নে শ্রমিক ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া জরিপ কার্যে কোনো কারখানা বন্ধ হলে অধিকাংশ মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণে অংশগ্রহণ না করে শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি

[২৭] দুর্ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দ্যেশ্যে ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশন, রাজউক, পুলিশ ও অন্যান্য অংশীজনের যৌথ মহড়া

করা হচ্ছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, রানাপ্লাজা পরবর্তী বিভিন্ন কারণে অনেক তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে। এতে কারখানা অধ্যুষিত অঞ্চলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে। ফলে নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থতার কারণে অনেক মালিক কর্তৃক নারী শ্রমিকদের জন্য রাত্রিকালীন কাজ না করানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে[২৮]।

বিজিএমইএ কর্তৃক শ্রমিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম গৃহিত হলেও তৈরি পোশাক খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বিজিএমই কর্তৃক প্রতিশ্রুত শ্রমিকদের সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুতের কার্যক্রমে এখনও কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না। আবার বিজিএমইএ কর্তৃক নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রভাবের ফলে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা সুবিধা বৃদ্ধি[২৯], ফায়ার সার্ভিস গাইড লাইন বিলুপ্তিতে প্রভাব বিস্তার করা, নিজস্ব ক্ষমতাবলে কারখানা পর্যায়ে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ৪ ঘন্টা বৃদ্ধি ও কারখানার ছাদে ২৫% জায়গায় স্থাপনা রাখার নিয়ম করণে প্রজ্ঞাপন চালু ইত্যাদি রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধিতে বিজিএমইএ র অগ্রগতি নির্দেশ করে। অপরদিকে বিজিএমই এ কর্তৃক শিল্পবিকাশে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার লক্ষ্য স্থাপন করা হলেও শ্রমিকদের উন্নয়নে লিভিং ওয়েজ[৩০] নির্ধারণে কোনো প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না যা পরবর্তীতে অতিরিক্ত চাহিদা পূরণে শ্রমিক আন্দোলনের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

শ্রমিক সংগঠন

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিগত একবছরে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম বৃদ্ধি চলমান রয়েছে কিন্তু বিজিএমইর 'পকেট ট্রেড ইউনিয়ন' বা 'ইয়েলো' ট্রেডইউনিয়ন সমূহের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং খাত সংক্রান্ত সরকারি বিভিন্ন কমিটিতে সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আবার অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের রাজনৈতিক ও ব্যাক্তি স্বার্থে কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো কোনো শ্রমিক সংগঠনের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্তৃক অধিক পরিমানে টাকা গ্রহণের মাধ্যমে কারখানা হতে আইনগত সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রকিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে প্রতারণা করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

বায়ার

বায়ার এ খাতের অন্যতম অংশীজন, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রকৃত তথ্য লুকিয়ে ভুল তথ্য উপস্থাপন করে অর্ডার বাতিল ও কারখানা বন্ধ করা এবং বিশেষ করে কমপ্লায়েন্স ঘাটতির যুক্তিতে বায়ার কর্তৃক অর্ডার বাতিল করার বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানায় অতি দ্রুত (২-৩ ঘন্টা) জরিপ সম্পন্ন এবং বন্ধের আদেশ প্রদান এবং জরিপ কার্যে জড়িত রিভিউ প্যানেল এবং বিদেশি জরিপ সংস্থার মাঝে মতদ্বৈতা এবং কঠোর কর্তৃত্বপরায়ণ আচরণের অভিযোগ রয়েছে। বায়ারের এ ভুমিকায় চূড়ান্ত ভাবে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন তথ্য মতে বায়ার কর্তৃক অর্ডার বাতিল, কমপ্লায়েন্স যুক্তিতে মাঝারি ও ক্ষুদ্র কারখানা বন্ধ কিংবা মালিক কর্তৃক শ্রমিক ছাঁটাইয়ে প্রায় ২০০-২২০ টি কারখানা বন্ধ হয়েছে এবং প্রায় ১-১.৫ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়েছে। পূর্ববর্তি

---

[২৮] ৪ টি পোশাক অধ্যুষিত অঞ্চলে ৭টি দলগত আলোচনা এবং মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য

[২৯] রপ্তানিমূল্যের ওপর নগদ সহায়তা ০.২৫% থেকে বাড়িয়ে ১% ও টিটি'র ক্ষেত্রে ৫% নির্ধারণ, উৎস কর ০.৮% থেকে কমিয়ে ০.৩% নির্ধারণ , নতুন বাজারে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা ৩% নির্ধারণ

[৩০] ভিয়েতনাম– মজুরি ১৪৫ ডলার যা লিভিং ওয়েজের ৭৫%, কর্মদক্ষতা– ৯০%; বাংলাদেশ– মজুরি ৬৮ ডলার যা লিভিং ওয়েজের ১৯%, কর্মদক্ষতা– ৭৭% (Living wage in Asia, 2014 report, Clean Cloths Campaign এবং The apparel story, Nov-Dec, BGMEA হতে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ)

বছরের তুলনায় কারখানা বন্ধের হার ৩৬০% বৃদ্ধি এবং শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি হওয়ার হার ২০০% বৃদ্ধি পেয়েছে[৩১]। অপরদিকে বায়ার, সরকার ও বিজিএমই এ কর্তৃক সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির জরিপ করণে ও কমপ্লায়েন্স উন্নয়নে অঙ্গিকার বদ্ধ থাকলেও দ্বায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আশঙ্কা করা যায় এ ধরণের অবস্থা চলতে থাকলে এ খাতে কর্মরত এক পঞ্চমাংশ (প্রায় ৭ লাখ) শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে। বায়ারের সংবেদনশীল অচরণ নিশ্চিত করা না গেলে শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিতে বিরুপ প্রভাব পড়বে। গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে ব্যাবসায়িক নৈতিকতার ভিত্তিতে শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বায়ারের এখতিয়ারভুক্ত দায়ভার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে রানা প্লাজায় অবস্থিত ৫টি কারখানায় কমপক্ষে ২৮টি বায়ার পণ্য উৎপাদনে জড়িত ছিল, ১৪টি বায়ার এখনও এ ফান্ডে অংশগ্রহণ করে নি।

অপরদিকে, বায়ার জোট কর্তৃক পরিচালিত নিরাপত্তা জরিপ কার্য অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু কারখানা নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ধীরগতি লক্ষণীয়। এখন পর্যন্ত অ্যাকর্ডের পরিদর্শিত ৪৭%, অ্যালয়েন্সের পরিদর্শিত ২০% ও বুয়েট কর্তৃক পরিদর্শিত ২৬% কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে[৩২]। দৃশ্যমান এ জরিপ তথ্য প্রকাশে ধীরগতি বিস্তারিত টেকনিক্যাল জরিপ কার্যকে যেমন কালক্ষেপণ করবে তেমনি পোশাক খাতে টেকসই কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দীর্ঘমেয়াদে চলমান কার্যক্রমকে অনিশ্চয়তার ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে। জরিপ চলাকালিন সময়ে কারখানার সংস্কার কাজে কারখানা বন্ধ রাখা হলে শ্রমিকের বেতন ধারাবাহিকভাবে প্রদানে বায়ারের চুক্তিবদ্ধ অঙ্গীকার (অ্যাকর্ডের ক্ষেত্রে) রয়েছে, কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে অ্যাকর্ডের দায়াভার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অপরদিকে অ্যাকর্ড ও অ্যালয়েন্স কর্তৃক জরিপ পরবর্তী 'কারেকটিভ অ্যাকশন প্লান (কেএপি)' প্রকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও এখনও তা প্রকাশ করতে না পারা এবং সংস্কার কার্যে সীমিত সংখ্যক বায়ার কর্তৃক অংশগ্রহণ করায় জরিপ কার্যের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। আবার চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (কমপক্ষে প্রথম দু-বছর) কারখানায় অর্ডার প্রদান অব্যাহত রাখার বিধান থাকলেও কোনো কোনো ব্র্যান্ড ও বায়ার কর্তৃক অর্ডার কমিয়ে ফেলা বা অর্ডার না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়।

আবার 'অ্যালায়েন্স' স্টিয়ারিং কমিটিতে ট্রেডইউনিয়ন সম্পৃক্ত না রাখা[৩৩] এবং 'অ্যাকোর্ড' উপদেষ্টা কমিটিতে মালিক পক্ষের অংশগ্রহণে অনাগ্রহ এ খাতে কারখানা নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে গৃহীত উদ্যোগে সফলতা আণয়নে প্রয়োজনীয় শ্রমিক মালিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া নতুন কারখানা স্থাপনের পরে অ্যালায়েন্স কর্তৃক অনুমোদন[৩৪]নেওয়ার বাধ্যবাধকতার নীতি এবং অগ্নি নিরোধক যন্ত্রপাতি আমদানিতে অ্যাকোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত কোম্পানির বাধ্যবাধকতার নীতি [৩৫] করা হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন স্বার্থের দ্বন্ধের ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে অপরদিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।

---

[৩১] The independent News, 24th april, 2015; The daily Star , 11th september 2014; Dhaka Tribune, 11 may; Reutar, September 11, ও অন্যান্য জাতীয় , আন্তর্জাতিক পত্রিকা হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং গবেষণায় মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে

[৩২] www.mole.gov.bd, accessed on 3 March, 2014.

[৩৩] www.bangladeshworkersafety.org accesed on 12 february

[৩৪] প্রাগুপ্ত

[৩৫] www.bangladeshaccord.org accessed on 18 March

কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত খরচ ও শ্রমিকের বর্ধিত মজুরি প্রদানে মালিকপক্ষের দ্বায়িত্বশীল আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উৎপাদন পর্যায়ে এ বাড়তি খরচ সংকুলানে ব্র্যান্ড ও খুচরা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ দেখা যায় না। উল্লেখ্য গত ১০ বছরে ইউরোপে ২৫% মূল্যহ্রাস এবং আমেরিকায় ১৮% মূল্য হ্রাস অথচ ইউরোপিয় শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, ব্র্যান্ড বা ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পিছ প্রতি বাড়তি ৩ সেন্ট উৎপাদন খরচ প্রদান করা হলে কারখানা পর্যায়ের কমপ্লায়েন্সের এ বাড়তি খরচ সংকুলান করা সম্ভব[৩৬] এবং এ জন্য বায়ার মুনাফায় তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না।

পূর্বে বায়ার অতিমুনাফার উদ্দেশ্যে ননকমপ্লায়েন্ট কারখানায় অর্ডার প্রদান করতো এবং এ সব কারখানায় দুর্ঘটনায় শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হতো (টিআইবি, ২০১৩), বর্তমানে অগ্নি ও কাঠামোগত নিরাপত্তার যুক্তিতে এসব ননকমপ্লায়েন্ট কারখানাকে কমপ্লায়েন্ট হওয়ার জন্য সহযোগিতা না করে অর্ডার বাতিল ও কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় চূড়ান্ত ভাবে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ কমপ্লায়েন্স খারাপ অবস্থায় শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠার যুক্তিতেও শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রমিক অধিকার, কর্ম নিরাপত্তা নিশ্চিত ও টেকসই করার জন্য বায়ার ও মালিককে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে।

[৩৬] দৈনিক প্রথম আলো, ১২ মে, ২০১৩।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

বিগত একবছরে (এপ্রিল, ২০১৪ – এপ্রিল, ২০১৫) তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক যে সাড়া পাওয়া গিয়েছে এবং অগ্রগতি বাস্তবায়ন বিশ্লেষণে যে ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতায় অত্যন্ত ইতিবাচক ও আশাব্যাঞ্জক। সরকারি অংশীজন হিসেবে কলকারখানা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় কার্যক্রম দেখা যায়। একই সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রগতি দেখা যায়। কিন্তু অপর গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন রাজউক এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ধীর গতি এবং তৈরি পোশাক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয়। কারখানার মালিক পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে যে অনিহা ও নেতিবাচক মনোভাব ছিল এ ক্ষেত্রে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী এ বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়।

কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ না থাকার কারণে সমন্বয়হীনতা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্য করা যায়।যেমন- ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক ঢাকা অঞ্চলে নয়টি নতুন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও জমি নির্ধারণের জন্য ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তর কর্তৃক খাস বা সরকারি জমির জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা জেলা প্রশাসকের দপ্তরের মধ্যে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের ব্যবস্থা থাকলে একই সাথে এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্য তরান্বিত করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ না থাকার কারণে রানা প্লাজা পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ও বিভিন্ন দেশি বিদেশি উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকার কর্তৃক একাধিক কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এ সকল কমিটির সদস্যগণ অন্যান্য নিয়মিত দায়িত্বের সাথে এ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং এ সকল কমিটির কোনো স্থায়ী কাঠামো না থাকার কারণে দীর্ঘমেয়াদে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশের সর্ব বৃহৎ শ্রম নিবিড় ও প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এ খাতের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকলে এসকল কর্মকাণ্ড সমন্বয় যেমন সহজ হতো তেমনি কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো।

গৃহীত এ সকল উদ্যোগে সরকার, বেসরকারি ও অলাভজনক অংশীজনের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনায় সফলতা আনয়নে সরকারি সংস্থা সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতার ঘাটতি লক্ষণীয়। ব্যবসায়িক স্বার্থ ও শ্রমিক স্বার্থ একই সাথে ভারসম্যপূর্ণ কর্মপরিকল্পনায় দরকষাকষির যে দক্ষতা প্রয়োজন তা পূরণে সরকার এখনও সচেষ্ট নয়। বিজিএমই ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি পোশাক রপ্তানির লক্ষমাত্রা ৫০ বিলিয়ন নির্ধারণ করা হলেও শ্রমিকের মৌলিক চাহিদা পূরণে লিভিং ওয়েজ বা ফেয়ার ওয়েজ নির্ধারণে কোনো প্রকার কৌশলগত পরিকল্পনা লক্ষ করা যায় না। এছাড়া শ্রমিকের যৌথ দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সাক্ষর সম্পর্কিত বিধি ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার কোনো কৌশলগত পরিকল্পনা লক্ষ করা যায় না।

গত এক বছরে কারখানা নিরাপত্তায় টেকনিকাল কমপ্লায়েন্সের অগ্রগতি হয়েছে। কারখানা নিরাপত্তা বিষয়ে 'অ্যালায়েন্স' কর্তৃক হটলাইন স্থাপন করা অথবা 'অ্যাকর্ড' কর্তৃক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিদর্শণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল কারখানায় সংস্কার কার্যক্রমে যে সকল শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি হচ্ছে তাদের চাকুরিকালীন নিরাপত্তা প্রদানে সরকার, মালিক এবং বায়ার জোটের উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় নি। অপরদিকে সরকার কর্তৃক সংশোধীত আইনে পূর্বের চাকুরিকালীন নিরাপত্তায় যে বিধান ছিল তা অনেকাংশে কমিয়ে আনা হয়। সার্বিক ভাবে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য সকল প্রকার গৃহীত কার্যক্রমে মূলে শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রগণ্য হলেও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে সরকার, মালিক ও বায়ারদের এ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

গত এক বছরে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন বিশ্লেষণে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে সরকার দলীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রদানে সচেষ্ট। অপরদিকে আইন অনুযায়ী একই কারখানায় তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিধান থাকলেও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে এ বিধান কাগুজে কলমে বিদ্যমান। এবং একই কারখানায় একটির অধিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার কোনো আবেদন সাধারণত গ্রহণ করা হয় না। আবার সংশোধীত আইনে ৩০ শতাংশ শ্রমিক সাক্ষরে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান অধিক শ্রমিক সংখ্যা কর্মরত কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে প্রায় অসম্ভব, যা সরকারের শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি হিসেবে পরিগনিত হয়। এছাড়া শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং 'হট লাইন' স্থাপনে দীর্ঘসূত্রতা অথবা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার প্রবণতা প্রাপ্ত এ ফলাফলকে আরও সমৃদ্ধ করে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় কর্ম পরিবেশের নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে সরকার কর্তৃক নানা স্বল্পমেয়াদী উদ্যোগের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ননকমপ্লায়েন্ট কারখানাগুলোকে পোশাক পল্লীতে স্থানান্তরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অপরদিকে বায়ার কর্তৃক স্বল্প মেয়াদে কারখানার অগ্নি ও কাঠামোগত নিরাপত্তা জরিপ পরবর্তী চিহ্নিত ননকমপ্লায়েন্ট কারখানাগুলোকে রেমিডিয়েশন ফান্ডের আওতায় বর্তমান স্থাপনাকে সংস্কার করে দীর্ঘমেয়াদে কারখানাগুলোকে টেকসইকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সরকার কর্তৃক কারখানাকে পোশাক পল্লীতে স্থানান্তরের পরিকল্পনা এবং বায়ার কর্তৃক বর্তমান স্থানে কারখানা সংস্কার পূর্বক টেকসইকরণের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিদ্যমান। কারখানা মালিকরা এমনিতে পোশাক পল্লীতে কারখানা স্থানান্তরে কম আগ্রহী, এমতাবস্থায় রেমিডিয়েশন ফান্ডের মাধ্যমে বর্তমান স্থাপনা সংস্কার করা হলে কারখানা মালিকরা পোশাক পল্লীতে না যাওয়ার যুক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বোপরি সরকারের পোশাক পল্লীতে কারখানা স্থানান্তরের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে। নিয়ন্ত্রণহীন বিকশিত এ শিল্পের একটি বৃহৎ অংশ হল সাবকন্ট্রাক্ট কারখানা। বায়ার ফোরামের গৃহীত উদ্যোগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সকল কারখানাকে সাপ্লাই চেইনের বাহিরে রাখার অভিপ্রায় প্রকাশ পায় । অপরপক্ষে সরকার কর্তৃক বুয়েটের মাধ্যমে জরিপভুক্ত কারখানা সংস্কার বা স্থানান্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী হবে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। মূলত পোশাক খাতের দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নে বায়ার ফোরাম ও সরকারের মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট। খাত উন্নয়নের জন্য যেমন স্বল্পমেয়াদি ও দ্রুত বাস্তবায়িত পদক্ষেপ প্রয়োজন তেমনি খাত টেকসই করণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক মোট ১৪টি কেস ফাইল করা হয়[৩৭]। দুর্ঘটনা পরবর্তীতে পেনাল কোড এর ধারা ৩৩৭, ৩৩৮, ৪২৭, ৩০৪(বি) এবং ৩৪ এর ভিত্তিতে পুলিশ রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা এবং ৫টি কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপরদিকে রাজউক বিল্ডিং কনস্ট্রাকসন অ্যাক্ট ১৯৫২ এর ধারা ১২ ভিত্তিতে সাভার পৌরসভার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অপর একটি মামলা যা একজন ভুক্তভোগীর পরিবার কর্তৃক ঢাকা কোর্টে করা হয়। হাইকোর্ট সিআইডিকে মে, ২০১৩ মধ্যে মামলা তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু দুইবছর অতিবাহিত হলেও এ সব মামলার কোন অভিযোগপত্র দায়ের করা হয় নি। সার্বিক ভাবে গত একবছরে মামলাসমূহে দীর্ঘসূত্রতা, আদালত নির্দেশ বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সদিচ্ছার ঘাটতি দেখা যায়।

বিগত এক বছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক ইতিবাচক পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হলেও, বিভিন্ন কারনে শ্রমিক ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ ও অর্ডার বাতিলের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। সরকার কর্তৃক জরিপকৃত কারখানা সমূহের সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো প্রকার পরিকল্পনা না থাকা, বায়ার জোট কর্তৃক জরিপকৃত কারখানা সংস্কার কার্যক্রমে এড়িয়ে যাওয়া, সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে ব্যবস্থা না করা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অনেক করখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং অনেক কারখানা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। অপরদিকে মজুরি বোর্ড কর্তৃক বর্ধিত মজুরি প্রদানে কমপ্লায়েন্স কারখানা সক্ষম হলেও ৯০ শতাংশ সাবকন্ট্রাক্ট কারখানা এ মজুরি প্রদান করতে পারছে না ফলে এ সকল কারখানায় শ্রমিক আন্দোলন হচ্ছে এবং কারখানা বন্ধ হচ্ছে। আশঙ্কা করা হয় এ ধরণের অবস্থা চলতে থাকলে এক পঞ্চমাংশ শ্রমিক চাকুরিচ্যুতি হতে পারে।

অপরদিকে অন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সংবেদনশীল আচরণের অভাবে যেমন শ্রমিক বেকার হওয়ার মাত্রা বাড়ছে তেমনি কারখানা মালিকদের অতি মুনাফা মনোভাব এ মাত্রাকে তরান্বিত করছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই, মজুরী বোর্ড কর্তৃক মজুরি বৃদ্ধি করার পরবর্তী প্রায় ৯০-৯৫ শতাংশ কারখানায় বর্ধিত মজুরী প্রদান করা হচ্ছে কিন্তু এ বর্ধিত খরচ ভারসম্য রক্ষায় কোনো কোনো কারখানা শ্রমিকদের অতিরিক্ত এক ঘন্টা কোনো প্রকার মজুরী ব্যতিত কাজ করিয়ে নিচ্ছে এবং ক্রমাগত উৎপাদন লক্ষ্য বাড়িয়ে দিচেছ যা শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। অথচ এ জন্য শ্রমিকদের সুবিধা প্রদান করছে না বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধা হতে বঞ্চিত করছে। মজুরী বৃদ্ধির পরবর্তীতে অনেক কারখানায় পরিচালনা পর্ষদে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আবার মজুরি বৃদ্ধির ফলে ক্রমান্বয়ে হেলপার পদ হতে শ্রমিক ছাটাই করা হচ্ছে। এবং শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যারা উৎপাদন টার্গেট নিশ্চিত করতে পারে না তাদের মাস শেষে চাকুরি হতে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। মূলত কারখানা পর্যায়ে উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় প্রেষণামূলক ব্যবস্থার পরিবর্তে চাপ প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

---

[৩৭] পুলিশ কর্তৃক ১টি, রাজউক কর্তৃক ১টি, শিউলি আক্তার নামে একজন শ্রমিক কর্তৃক ১টি মার্ডার কেস এবং বাকি ১১টি মামলা কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আদালতে মামলা করা হয়।

উপসংহার ও সুপারিশ

২০১৪ সালের এপ্রিল হতে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাতের প্রধান অংশীজন হিসেবে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। একই সাথে কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ইতিবাচক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। তবে সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক শ্রমিক অধিকার ও শ্রমিকের চাকরিকালীন নিরাপত্তা সুনিশ্চিতে আইনের সঠিক প্রয়োগের ঘাটতি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া শ্রমিক অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি এখনও বিদ্যমান। অধিকাংশ পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে সরকার, মালিক পক্ষ ও বায়ার জোটের সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও, সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা অনুপস্থিত। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বিভিন্ন অজুহাতে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে বিজিএমইএ'র ভূমিকা প্রকট হয়েছে। সার্বিকভাবে, শ্রমিক অধিকার এবং কমপ্লায়েন্স ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যেমন কোন বিকল্প নেই তেমনি শ্রমিকের চাকুরির নিশ্চয়তা ও শিল্পকে চলমান রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্ডার বাতিল, কারখানা বন্ধ এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনে, বায়ার, মালিক ও সরকারকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করছে-

ক্রম	সুপারিশমালা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।	সরকার
২	অংশীজন কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন সমন্বিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে সমন্বয় জোরদার করতে ও আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধনে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে 'পাবলিক সেক্টর বোর্ড' গঠন করতে হবে।	সরকার
৩	সাব-কন্ট্রাক্ট ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বায়ার
৪	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য পোশাকের সংখ্যা প্রতি ১ থেকে ১.৫ সেন্ট প্রদানের (যেখানে বায়ার মালিক অনুপাত হতে পারে ৭৫:২৫) মাধ্যমে একটি ফাণ্ড গঠন করতে হবে।	বায়ার ও কারখানা মালিক
৫	যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক ডাটাবেজ গঠন করতে হবে।	বিজিএমইএ
৬	সব ধরনের সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে	সরকার ও বিজিএমইএ
৭	শ্রম পরিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমিক সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার অবস্থা নিরূপণে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।	শ্রম মন্ত্রণালয়
৮	সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদার কারখানার নাম প্রকাশ করতে হবে।	বায়ার
৯	রানা প্লাজা ও তাজরিন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।	সরকার
১০	রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণপ্রাপ্তদের তালিকা ও প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রকাশ করতে হবে।	ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনা কমিটি

তথ্যসূত্র:

টিআইবি (অক্টোবর, ২০১৩), *তৈরি পোশাক খাত: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*

টিআইবি (এপ্রিল, ২০১৪), ***তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: প্রতিশ্রুতি ও অগ্রগতি***

The apparel story, Nov-Dec, BGMEA

Labowitz.S amd Pauly.B (April, 2014) “Business as Usaual *is* Not an option” NYU Stern School of Business

Campaign (2014) Living wage in Asia, Clean Cloths Campaign

ILO (2014), Towards a SAFER Ready Made Garmet Sector for Bangldesh: Progress made and way ahead

http://www.ilo.org

http://www.bangladeshaccord.org/

http://www.bangladeshworkersafety.org/

http://www.mole.gov.bd/

http://www.ranaplaza-arrangement.org/

http://www.uniglobalunion.org/